৬৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

বস্ত্র আইন, ২০১৬ (খসড়া)

যেহেতু বস্ত্রখাতের টেকসই উন্নয়ন ও সহায়তা প্রদান, বিনিয়োগ আকৃষ্ট ও রপ্তানি বৃদ্ধি, বস্ত্রশিল্পের আধুনিকায়ণ, সমন্বয় ও মাননিয়ন্ত্রণ এবং দক্ষ জনবল সৃষ্টির বিষয়ে আইন করা সমীচীন ও প্রয়োজন;

সেহেতু, এতদ্বারা নিম্নরুপ আইন প্রণয়ন করা হইলঃ

০১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রবর্তন ও প্রয়োগ:**

(১) এই আইন "বস্ত্র আইন, ২০১৬" নামে অভিহিত হইবে;

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে;

(৩) ইহা সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য হইবে।

০২। **সংজ্ঞা:**

বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(১) "বস্ত্র (Textiles)" বলিতে উদ্ভিদজাত, প্রাণিজাত, খনিজজাত ও কৃত্রিম তন্তু বা আঁশ হইতে প্রস্তুত যে কোন বস্ত্র পণ্যকে বুঝাইবে;

(২) "উদ্ভিদজাত তন্তু" বলিতে উদ্ভিদের ছাল-বাকল ও ফল হইতে প্রস্তুত যেমন-পাট, তুলা, নারিকেলের ছোবড়া ও অন্যান্য উদ্ভিদের আঁশ ইত্যাদিকে বুঝাইবে;

(৩) ''প্রাণীজাত তন্তু'' বলিতে প্রাণির শরীর হইতে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত তন্তুকে বুঝাইবে;

(৪) ''খনিজজাত তন্তু'' বলিতে খনিজ পদার্থ হইতে উৎপাদিত তন্তুকে বুঝাইবে;

(৫) ''কৃত্রিম তন্তু'' বলিতে বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের সংমিশ্রণে কৃত্রিমভাবে প্রস্তুতকৃত তন্তু যেমনঃ পলিয়েস্টার, নাইলন, এক্রাইলিক, ভিসকস ও অন্যান্য সিনথেটিক জাতীয় তন্তু ইত্যাদিকে বুঝাইবে;

(৬) "এলাইড টেক্সটাইল" বলিতে বস্ত্রশিল্প সংশ্লিষ্ট উপকরণ, যাহা বস্ত্র অথবা তৈরি পোশাকে ব্যবহৃত হইয়া থাকে;

(৭) ''বস্ত্রশিল্প'' বলিতে বস্ত্র বা তৈরি পোশাক, বস্ত্রখাতের মূলধনী যন্ত্রপাতি, এলাইড টেক্সটাইল ও প্যাকেজিং উপাদান উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, প্যাকেজিং, গুদামজাতকরণ, আমদানি ও রপ্তানি, বিক্রয় ও বাজারজাতকরণ, জাহাজীকরণ, বায়িংহাউজসহ সকল কার্যক্রম এবং এতদসংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনাকারী সকল প্রতিষ্ঠান, সংস্থা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে বুঝাইবে। তবে, বস্ত্র পণ্য উৎপাদনের সাথে জড়িত নহে এমন স্থানীয় বাজারে খুচরা ও পাইকারী বস্ত্র ব্যবসা এবং এই সব প্রতিষ্ঠানের আমদানী-রপ্তানি কার্যক্রম এই আইনের আওতা বহির্ভুত থাকিবে;

(৮) 'বস্ত্রখাত(Textile sector)' বলিতে উপ-অনুচ্ছেদ ২(১) ও ২(৭) কে বুঝাইবে;

(৯) ''বস্ত্র পরিদপ্তর'' বলিতে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অধীন বস্ত্র পরিদপ্তরকে বুঝাইবে;

(১০) ''পোষক কর্তৃপক্ষ (Sponsoring Authority)'' বলিতে বস্ত্রশিল্পের "পোষক কর্তৃপক্ষ" হিসাবে বস্ত্র পরিদপ্তর বুঝাইবে;

(১১) ''নিবন্ধন '' বলিতে এই আইনের ধারা-৮ এর অধীন নিবন্ধনকে বুঝাইবে। তবে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড আইন, ২০১৩ বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০১৩ অনুযায়ী এই নিবন্ধন ও পরিচালনা আওতা বহির্ভূত থাকিবে;

(১২) "বস্ত্র খাতের মূলধনী যন্ত্রপাতি" বলিতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তন্তু বা আঁশ হইতে সুতা, সুতা হইতে কাপড়, উইভিং, নিটিং, ডাইং, প্রিন্টিং, ফিনিশিং, প্যাকেজিং, এমব্রয়ডারী ইত্যাদি উৎপাদন ও প্রক্রিয়াকরণের বিভিন্ন স্তরে ব্যবহৃত যন্ত্র ও যন্ত্রপাতিকে বুঝাইবে;

(১৩) "ফৌজদারী কার্যবিধি" বলিতে Code of Criminal Procedure (Act No.V of 1998) বুঝাইবে;

(১৪) "মোবাইল কোর্ট" বলিতে মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ এর ধারা-৪ এ বর্ণিত কোর্টকে বুঝাইবে;

(১৫) "মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরী" বলিতে নিম্নবর্ণিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে বুঝাইবে;

(ক) বস্ত্র পরিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীণ প্রতিষ্ঠানসমূহ;
(খ) বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্স এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউট (বিএসটিআই);
(গ) বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর);
(ঘ) স্বীকৃত টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়;
(ঙ) সরকার কতৃর্ক গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোন ল্যাবরেটরী।

(১৬) ''সরকার''বলিতে এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়কে বুঝাইবে;

(১৭) ''আপীল কর্তৃপক্ষ''বলিতে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সচিব অথবা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে বুঝাইবে;

(১৮) ''পরিচালক'' বলিতে বস্ত্র পরিদপ্তরের পরিচালককে বুঝাইবে;

(১৯) ''বিধি'' বলিতে এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধিকে বুঝাইবে;

(২০) ''ব্যক্তি'' বলিতে বস্ত্রশিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে বুঝাইবে;

(২১) ''প্রতিষ্ঠান'' বলিতে একটি ফার্ম, একাধিক ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত নিবন্ধিত সংঘ, 'বাংলাদেশ কোম্পানি আইন-১৯৯৪' এর আওতায় নিবন্ধিত কোম্পানি অথবা আইনের দ্বারা সৃষ্ট যে কোন সত্তা (entity) কে বুঝাইবে;

(২২) "ব্যবসায়ী সংগঠন" বলিতে বস্ত্রখাতের সাথে সম্পৃক্ত বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত সংগঠনসমূহকে বুঝাইবে। তবে এই আইন বলবৎ হওয়ার পূর্বে এইখাতে অন্য মন্ত্রণালয় অথবা অন্য কোন সরকারি প্রতিষ্ঠান হইতে অনুমোদনপ্রাপ্ত সংগঠনগুলিকেও বুঝাইবে;

(২৩) "বিটিএমসি" বলিতে ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্টারপ্রাইজেস (রাষ্ট্রীয়করণ) অর্ডার ২৭, ১৯৭২ এর মাধ্যমে গঠিত বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস কর্পোরেশন (বিটিএমসি) কে বুঝাইবে;

(২৪) "রাষ্ট্রয়াত্ত বস্ত্রমিল" রাষ্ট্রের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রনাধীন বস্ত্র মিলসমূহকে বুঝাইবে;

(২৫) "ওয়ান স্টপ সার্ভিস" বস্ত্রখাত সংশ্লিষ্ট ইউটিলিটি সেবা প্রদানকারী মন্ত্রণালয়, দপ্তর ও সংস্থার প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে সরকার কর্তৃক বস্ত্র পরিদপ্তরে গঠিত কেন্দ্রের কার্যক্রমকে বুঝাইবে;

(২৬) "হেল্প ডেস্ক" বস্ত্রখাতে বিনিয়োগ, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য বস্ত্র উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, আমদানি, রপ্তানি, বন্ড সুবিধা প্রদান, বিক্রয়, পরিবহন, বিতরণ, শিপমেন্ট সম্পর্কিত কার্যক্রমে সহায়তা প্রদানের জন্য বস্ত্র পরিদপ্তর গঠিত ইউনিটকে বুঝাইবে;

(২৭) "কমপ্লায়েন্স" বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এবং অন্যান্য বিদ্যমান বিধি-বিধান অনুযায়ী অনুসরণযোগ্য করণীয়কে বুঝাইবে;

(২৮) "সাব-কন্ট্রাকটিং" বলিতে বস্ত্রশিল্পের ঠিকা কাজ সম্পাদন করিবার জন্য নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে বুঝাইবে;

(২৯) "ঝুকির্পূর্ণ বস্ত্রশিল্প বা পোশাক কারখানা" বলিতে জীবন হানি ও মালামালের ক্ষতি হওয়ার আশংকা রয়েছে এমন সব বস্ত্রশিল্প বা পোশাক কারখানাকে বুঝাইবে।

০৩। **আইনের প্রাধান্য:**

আপাতত: বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন এই আইন বা এই আইনের অধীন প্রণীত বিধানাবলী প্রাধান্য পাইবে।

০৪। **রাষ্ট্রয়াত্ত বস্ত্রমিলসমূহের ব্যবস্থাপনা ও তদারকি:**

(১) সরকারের বিরাষ্ট্রীয়করণ ও বেসরাকরীকরণ নীতির আওতায় হস্তান্তরিত ও বিক্রিত বস্ত্র মিলসমূহ সম্পাদিত চুক্তির শর্ত লংঘন করিলে সরকার উহা পুনঃগ্রহণ (take back) করিতে পারিবে;

(২) পুন:গ্রহণকৃত (take back) বস্ত্রমিলসমূহের ব্যবস্থাপনা ও উহা চালুর জন্য সরকার বিটিএমসি'র নিকট ন্যস্ত করিতে পারিবে;

(৩) সরকারি অর্থায়নের পাশাপাশি পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারসীপ (পিপিপি), দেশীয় যৌথ উদ্যোক্তাদের সাথে এবং জি-টু-জি এর ভিত্তিতে দেশি-বিদেশী যৌথ বিনিয়োগে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব বস্ত্রকলসমূহ আধুনিকায়ণ এবং নতুন বস্ত্রমিল স্থাপন করা যাইবে;

(৪) রাষ্ট্রয়াত্ত্ব বস্ত্রমিলগুলোর অব্যবহৃত জমি পিপিপি বা সরকার প্রণীত নীতিমালার ভিত্তিতে বস্ত্রশিল্প অথবা সরকারের বিবেচনায় অন্য কোন উপযুক্ত কাজের জন্য ব্যবহার করা যাইবে।

০৫। **বস্ত্রখাতে বিনিয়োগ, উন্নয়ন ও সহায়তা প্রদান:**

(১) বস্ত্রখাতে বস্ত্রশিল্পের অগ্র-পশ্চাৎ সংযোগ শিল্প, এলাইড টেক্সটাইল স্থাপনে সরকার সহায়তা প্রদান করিবে, প্রয়োজনে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে;

(২) বস্ত্রখাতে বিনিয়োগ, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য বস্ত্র উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, আমদানি, রপ্তানি, বন্ড সুবিধা প্রদান, বিক্রয়, পরিবহন, বিতরণ, শিপমেন্ট সম্পর্কিত কার্যক্রমের জন্য '"হেল্প ডেস্ক" এবং ইউটিলিটি সেবা (গ্যাস, পানি, বিদ্যুৎ সংযোগ ইত্যাদি) প্রদানের জন্য 'ওয়ান স্টপ সার্ভিস' চালু করিবে, যাহার কার্যক্রম বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে;

(৩) বস্ত্র পণ্য রপ্তানি ও এই খাতে বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করিবার লক্ষ্যে বিদেশস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম ও সহয়তা প্রদান করিবে।

০৬। **বস্ত্রখাতের উন্নয়ন বা বস্ত্রশিল্প বা কারখানার সংস্কারের জন্য তহবিল গঠন :**

(১) **বস্ত্রখাতের উন্নয়ন বা বস্ত্রশিল্প বা কারখানার সংস্কারের** জন্য সরকার তহবিল গঠন করিবে। নিম্নবর্ণিত উৎস হইতে উক্ত তহবিলের অর্থ সংগ্রহ করা যাইবে:

(ক) নিবন্ধনকৃত বস্ত্রশিল্প কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;
(খ) সরকার কর্তৃক বরাদ্দকৃত অনুদান;
(গ) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে বিদেশি অনুদান;
(ঘ) অন্যান্য উৎস।

(২) উপ-ধারা ৬(১) অনুযায়ী গঠিত তহবিল পরিচালনার বিষয়টি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে;

(৩) সরকার বস্ত্রখাতের উন্নয়নে অবদানের জন্য পুরষ্কারের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

০৭। **মাননিয়ন্ত্রণ, তদারকি ও সমন্বয়:**

(১) আমদানিকৃত ও দেশে উৎপাদিত যে কোন বস্ত্র, বস্ত্রখাতের মূলধনী যন্ত্রপাতি, এলাইড টেক্সটাইল ও প্যাকেজিং উপকরণ বাজারজাত করিবার যে কোন পর্যায়ে উহার মান যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে এই আইনের অধীনে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কোন উৎপাদক ও আমদানিকারকের নিকট হইতে নমুনা সংগ্রহ করিয়া উহার আদর্শমান যাচাই করিবে। আদর্শমান নিরুপনের বিষয়টি বিধি দ্বারা নির্ধারণ করা হইবে;

(২) উপ-ধারা ৭(১) এ উল্লিখিত আদর্শমান বর্হিভূত বস্ত্র, বস্ত্র খাতের মূলধনী যন্ত্রপাতি, এলাইড টেক্সটাইল ও প্যাকেজিং উপকরণ উৎপাদন, আমদানি, রপ্তানি, বিক্রয়, পরিবহন ও বিপনন নিষিদ্ধকরণ করা যাইবে। আদর্শমান উন্নীত না হওয়া পর্যন্ত নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকিবে;

(৩) বস্ত্র পণ্য রপ্তানির উদ্দেশ্যে আমদানিকৃত কাঁচামাল, ক্যামিক্যাল অথবা প্যাকেজিং এর জন্য আমদানিকৃত কাঁচামাল স্থানীয় বাজারে বিক্রয় ও বাজারজাতকরণ করা যাইবে না। উক্ত কাঁচামাল অথবা ক্যামিক্যাল দ্বারা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর কোন পণ্য প্রস্তুতপূর্বক স্থানীয়বাজারে বিক্রি ও বাজারজাতকরণ করা যাইবে না;

(৪) নিবন্ধনকৃত বস্ত্রশিল্প অথবা উক্ত শিল্পের সাবকন্ট্রাক্টিংহিসাবে কাজ করে এমন প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান বিধি-বিধান অনুযায়ী নিরাপত্তা ও কর্ম-পরিবেশ উন্নয়ন নিশ্চিত করিবার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের উপর ন্যস্ত থাকিবে;

(৫) বস্ত্র উৎপাদনের সকল ধাপে ব্যবহৃত যে কোন উপকরণ যাচাই বা পরীক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন ল্যাবরেটরী সরকার প্রতিষ্ঠা করিবে।

০৮। **নিবন্ধন:**

(১) বস্ত্রখাতে উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, আমদানি, রপ্তানি, বিপণন, বিক্রয়, বিতরণ এবং আনুষঙ্গিক কার্যাবলী সম্পাদন করিতে এই আইনের অধীন বিধি দ্বারা অথবা পোষক কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত পদ্ধতিতে নিবন্ধন গ্রহণ করিতে হইবে। অনলাইনেও নিবন্ধনের আবেদন করিতে পারিবে;

(২) পোষক কর্তৃপক্ষের নিবন্ধন ব্যতিত কোন বস্ত্রশিল্প পরিচালনা করা যাইবে না;

(৩) বস্ত্রশিল্পের সাব-কন্ট্রাক্টিং হিসাবে কাজ করে এমন প্রতিষ্ঠানকে নিবন্ধন গ্রহণ করিতে হইবে। নিবন্ধন ব্যতিত সাব-কন্ট্রাক্টিং এর কোন কার্যক্রম পরিচালনা করা যাইবেনা;

(৪) বস্ত্রশিল্প অথবা উক্ত প্রতিষ্ঠানের সাব-কন্ট্রাক্টিং হিসেবে কাজ করে এমন প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন বস্ত্র পরিদপ্তর ব্যতীত সরকারের অন্য কোন মন্ত্রণালয় অথবা দপ্তর দিতে পারিবেনা;

(৫) সরকার সময়ে সময়ে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে নিবন্ধন বা নবায়ন ফি নির্ধারণ করিতে পারিবে। নিবন্ধন বা নিবন্ধন নবায়ন বাবদ প্রাপ্ত ফি সরকারি খাতে জমা হইবে;

(৬) নিবন্ধিত বস্ত্রশিল্প বা প্রতিষ্ঠান সরকারি, আধা-সরকারি, আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কোন বিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষ, সরকার কর্তৃক অনুমোদিত ট্রেডবডি, এসোসিয়েশন, ব্যাংক, বীমা ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে প্রদেয় সুবিধাদী প্রাপ্য হইবে;

(৭) উপ-ধারা ৮(১) এর আওতায় প্রদত্ত নিবন্ধন নিম্নবর্ণিত কারণে স্থগিত বা বাতিল করা যাইবে:

(ক) মিথ্যা তথ্য প্রদান করিয়া বা প্রতারণার মাধ্যমে নিবন্ধন গ্রহণ করিলে;

(খ) নিবন্ধনের কোন শর্ত লংঘন করিলে;

(গ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিবন্ধন নবায়ন না করিলে;

(ঘ) সরকার অথবা পোষক কর্তৃপক্ষের পরিদর্শনে অথবা কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের সুপারিশে ঝুকিপূর্ণ বস্ত্রশিল্প বা কারখানা চিহ্নিত হইলে;

(ঙ) বিদ্যমান বিধি-বিধান অনুযায়ী বস্ত্রশিল্প বা কারখানার নিরাপত্তা ও কর্মপরিবেশ উন্নয়ন নিশ্চিত করিতে ব্যর্থ হইলে;

(চ) কমপ্লায়েন্স সংক্রান্ত অনুসরণযোগ্য করণীয় প্রতিপালন না করিলে;

(ছ) সরকার বা পোষক কর্তৃপক্ষের পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার সুপারিশ অথবা শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন 'কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর' এর সুপারিশ বিবেচিত হইলে;

(জ) কোম্পানি, সংস্থা, অংশীদারি কারবার বা আইনগত সত্তার ক্ষেত্রে উহার অবসায়ন হইলে;

(ঝ) বস্ত্র শিল্পের জন্য উপ-ধারা ৭(১) অনুযায়ী আদর্শমান না হইলে;

(৮) নিবন্ধন বাতিল বা স্থগিতের কারণে কোন লোকসান বা ক্ষতির জন্য উক্ত প্রতিষ্ঠান কোন ক্ষতিপূরণ দাবী করিতে পারিবে না;

(৯) উপ-ধারা ৮(১) এর অধীন প্রদত্ত নিবন্ধনের মেয়াদ ও নবায়ন নিম্নরূপভাবে করা যাইবে:

(ক) নিবন্ধনের মেয়াদ হইবে ০৩(তিন) বৎসর। তবে উক্ত নিবন্ধন মেয়াদ উত্তীর্ণের ০১ (এক) মাস পূর্বে নির্ধারিত ফি প্রদান করিয়া নবায়ণযোগ্য হইবে;

(খ) উপ-ধারা ৮(১) অনুযায়ী আবেদন প্রাপ্তির পর বস্ত্র পরিদপ্তর এই আইনের বিধানাবলী প্রতিপালিত হইলে ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে মঞ্জুর করত: নিবন্ধন ও নিবন্ধন নবায়ণ করিবে এবং বিধানাবলী প্রতিপালিত না হইলে আবেদন নামঞ্জুরের কারণ ৭ (সাত) দিনের মধ্যে আবেদনকারীকে অবহিত করিবে;

(গ) পোষক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত নিবন্ধনের মূলকপি হারাইয়া বা নষ্ট হইয়া গেলে নির্ধারিত ফি প্রদান করিয়া আবেদন করিলে ডুপ্লিকেট নিবন্ধন প্রদান করা হইবে।

৯। **বস্ত্রখাতের দক্ষ জনবল সৃষ্টি ও মানব সম্পদ উন্নয়ন:**

(১) বস্ত্র খাতে দক্ষ জনবল সৃষ্টি ও মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার প্রয়োজনীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং প্রশিক্ষণের (মিল ট্রেনিংসহ) ব্যবস্থা করিবে;

(২) সরকারি-বেসরকারি, আধা-সরকারিভাবে প্রতিষ্ঠিত টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট, টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট, টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজসমূহের শিক্ষার মান নিশ্চিতকরণ, কারিকুলাম প্রণয়নে ও তথ্য সংরক্ষণের বিষয়ে বস্ত্র পরিদপ্তর সমন্বয়কারী (co-ordinator) হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবে;

(৩) উপ-ধারা (৯.২) এর ক্ষেত্রে বস্ত্রশিল্প সম্পর্কিত চাহিদাভিত্তিক সমজাতীয় কারিকুলাম প্রণয়নে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড এবং সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ বস্ত্র পরিদপ্তরকে সমন্বয়কারি (co-ordinator) হিসাবে সহযোগীতা প্রদান করিবে;

(৪) বস্ত্র পরিদপ্তরাধীন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট এবং টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউটসমূহের প্রশাসনিক ও মানসম্মত শিক্ষা ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব বস্ত্র পরিদপ্তর পালন করিবে;

(৫) বস্ত্রখাতে দক্ষ প্রশিক্ষক ও জনবল তৈরির জন্য Textile Training Center (TTC) স্থাপন করা যাইবে। উক্ত প্রতিষ্ঠানে সরকারি-বেসরকারি বস্ত্রশিল্পের জনবলের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকিবে;

(৬) বেসরকারি টেক্সটাইল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের শিক্ষার মান ,যন্ত্রপাতি, ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের জন্য স্থাপিত যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদির পর্যাপ্ততা যাচাই এর নিমিত্তে বস্ত্র পরিদপ্তর উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পর্যবেক্ষণ ও পরিদর্শন করিতে পারিবে;

(৭) বেসরকারি টেক্সটাইল কলেজের পরিচালনা পর্ষদে সরকার বা পোষক কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি থাকিবে;

(৮) সরকার বস্ত্রখাতের জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধির (Skill Development) প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করিবে।

১০। **গবেষণা, তথ্যভান্ডার প্রতিষ্ঠা ও তথ্য সংরক্ষণ:**

(১) বস্ত্রখাতের উন্নয়ন ও গবেষণার জন্য সরকার গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিবে। বস্ত্র সংশ্লিষ্ট বেসরকারি সংগঠনও গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতে পারিবে;

(২) বস্ত্রখাতের আমদানি-রপ্তানি, উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ সংক্রান্ত সকল তথ্য এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের পরিদর্শন সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণের জন্য বস্ত্র পরিদপ্তরে একটি তথ্য ভান্ডার প্রতিষ্ঠা করিবে;

(৩) সরকারি প্রতিষ্ঠান যেমন: জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশ ব্যাংক, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, আমদানি ও রপ্তানিনিয়ন্ত্রকের দপ্তর এবং বেসকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ বস্ত্রখাতে আমদানি-রপ্তানি ও উৎপাদন সংক্রান্ত তথ্য ত্রৈ-মাসিক ভিত্তিতে বস্ত্র পরিদপ্তরে দাখিল করিবে;

(৪) বস্ত্র পরিদপ্তর সংরক্ষিত তথ্যাদি বিশ্লেষণ করিবে এবং নিবন্ধনকৃত বস্ত্রশিল্প প্রতিষ্ঠানের তালিকা, বস্ত্র আমদানী, উৎপাদন ও রপ্তানির তথ্যসহ অন্যান্য তথ্যসম্বলিত পুস্তিকা বার্ষিক ভিত্তিতে প্রকাশ করিবে;

(৫) তথ্য ভান্ডার হইতে বস্ত্রশিল্প উদ্যোক্তাদের প্রয়োজনে তথ্য সরবরাহ করা যাইবে।

১১। **পরিদর্শন, তথ্যাদি প্রদান ও মূল্যস্থিতিকরণ:**

(১) সরকার ও পোষক কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্মকর্তা যে কোন সময় বস্ত্রশিল্প পরিদর্শন করিতে পারিবে। পরিদর্শনকালে ভবন,অগ্নি ও বৈদ্যুতিক বিষয়াদিসহ উৎপাদন আমদানি, রপ্তানি, বাজারজাতকরণ ইত্যাদি দেখিবে। পরিদর্শন কর্মকর্তার চাহিদা অনুযায়ী বস্ত্রশিল্প সংক্রান্ত উৎপাদন, আমদানি, রপ্তানি, বাজারজাতকরণ ইত্যাদি তথ্যাদি প্রদান করিতে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বাধ্য থাকিবে;

(২) বস্ত্র পরিদপ্তর সময় সময়, আদেশ দ্বারা, উক্ত আদেশে উল্লিখিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে তাহাদের বস্ত্র ও বস্ত্রপণ্য উৎপদান, মজুদ, ক্রয়, বিক্রয়, আমদানি-রপ্তানি সংক্রান্ত হিসাব এবং তৎসংক্রান্ত তথ্যাদি উল্লিখিত সময়ের মধ্যে সরকার বা তৎকর্তৃক নির্ধারিত কর্মকর্তা বা কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পরিবে;

(৩) সরকার সুতা ও বস্ত্রের মজুদ কার্যক্রম, বাজারজাতকরণ এবং মূল্য স্থিতিকরণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে এবং এই বিষয়ে প্রয়োজন মনে করিলে সময় সময় নির্দেশনা জারী করিবে;

(৪) পরিদর্শনের জন্য পোষক কর্তৃপক্ষের প্রকৌশলগত সক্ষমতা (ভবন, অগ্নি ও বৈদ্যুতিক) অর্জনের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সরকার গ্রহণ করিবে;

(৫) পরিদর্শনকালে পরিদর্শন টিম "ঝুঁকিপূর্ণ বস্ত্রশিল্প বা কারখানা" চিহ্নিত করিতে পারিবে।

১২। <u>অপরাধ ও দন্ড:</u>

(১) এই আইনের অধীন কোন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিম্নবর্ণিত কৃতকর্ম অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে:

(ক) এই আইনের অধীন নিবন্ধন ও নবায়ণ গ্রহণের বাধ্যবাধকতা থাকা সত্ত্বেও নিবন্ধন গ্রহণ বা নিবন্ধন নবায়ণ না করিলে;

(খ) নিবন্ধন বাতিল বা স্থগিত হওয়ার পর আপিল ব্যতিরেকে বস্ত্র শিল্প বা কারখানার কার্যক্রম অব্যাহত রাখিলে;

(গ) সরকার বা পোষক কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তার পরিদর্শন কাজে বাধা প্রদান বা অসহযোগিতা করিলে;

(ঘ) নকল বা ডুপ্লিকেট নিবন্ধন বা কোন রেকর্ড যাহা সঠিক নয় রক্ষণাবেক্ষণ করেন এবং কর্মকর্তার পরিদর্শনকালে উপস্থাপন করেন;

(২) কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এই আইন বা এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি-বিধান লঙ্ঘন করিলে বা প্রতিপালন করিতে ব্যর্থ হইলে অথবা উপ-ধারা ১২ (১) এ বর্ণিত কোন অপরাধ করিলে তিনি অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদন্ড বা সর্বোচ্চ ১০,০০,০০০.০০ (দশ লক্ষ) টাকা জরিমানা বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন;

(৩) এই আইনের অধীন আদালত যথাযথ মনে করিলে উপ-ধারা ১২(২) এর অতিরিক্ত, অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট পণ্য বা পণ্য প্রস্তুতের উপাদান, সামগ্রী ইত্যাদি রাষ্ট্রের অনুকূলে সম্পূর্ণ বা আংশিক বাজেয়াপ্ত করিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে;

(৪) কোন প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানী কর্তৃক এই আইনের অধীন উপ-ধারা ১২(১) তে বর্ণিত কোন অপরাধ সংঘটিত করিলে উক্ত অপরাধের সহিত প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্টতা রহিয়াছে প্রতিষ্ঠানের এইরূপ মালিক, প্রধান নির্বাহী, ম্যানেজার, সচিব বা অন্য কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী বা প্রতিনিধি উক্ত অপরাধ সংঘটন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে;

ব্যাখ্যা: এই ধারায়-

(ক) 'কোম্পানী' বলিতে 'বাংলাদেশ কোম্পানী আইন ১৯৯৪' এর আওতায় নিবন্ধিত কোন কোম্পানী, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, অংশীদারী কারবার, সমিতি বা একাধিক ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত সংগঠনকে বুঝাইবে;

(খ) ''প্রতিষ্ঠান'' বলিতে একটি ফার্ম, একাধিক ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত নিবন্ধিত সংঘ, 'বাংলাদেশ কোম্পানি আইন-১৯৯৪' এর আওতায় নিবন্ধিত কোম্পানি অথবা আইনের দ্বারা সৃষ্ট যে কোন সত্ত্বা (entity) কে বুঝাইবে;

(গ) 'পরিচালক' বলিতে কোন অংশীদার বা পরিচালক বোর্ড, যে নামেই অভিহিত হউক, এর সদস্যকেও বুঝাইবে।

(৫) উপ-ধারা ১২(৪)এর অধীন কোন ব্যক্তিকে অভিযুক্ত ও দোষী সাব্যস্ত করা হইলেও সংশ্লিষ্ট কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠানকে আলাদাভাবে একই কার্যধারায় অভিযুক্ত ও দোষী সাব্যস্ত করিয়া উহার উপর অর্থদন্ড আরোপ করা যাইবে।

১৩। **অপরাধ বিচারার্থে গ্রহণ, বিচার ইত্যাদি:**

(১) বস্ত্র পরিদপ্তর বা তদকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তার লিখিত অভিযোগ ব্যতীত এই আইনের আওতায় সংঘটিত কোনো অপরাধকে কোনো আদালত আমলে বা বিচারার্থে গ্রহণ করিবে না;

(২) ফৌজদারী কার্যবিধি বা অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন উপ-ধারা ১২(১) এর অপরাধসমূহ মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৫৯নং আইন) অনুযায়ী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচার্য হইবে অথবা ক্ষেত্রমতে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট অথবা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচার্য হইবে;

(৩) ফৌজদারী কার্যবিধিতে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের উপর উপ-ধারা ১২(২) এর অধীন অর্থদন্ড আরোপের ক্ষেত্রে একজন এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বা ক্ষেত্রেমতে, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৫৯নং আইন) অনুযায়ী উক্ত ধারার উল্লিখিত সংঘটিত অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে এই আইনে অনুমোদিত যে কোন অর্থ দন্ড আরোপ করিতে পারিবে;

(৪) এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ অআমলযোগ্য (non-cognizable) ও অজামিনযোগ্য (nonbailable) হইবে।

১৪। **আপীল:**

ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত রায় বা আদেশ দ্বারা কোন পক্ষ সংক্ষুব্ধ হইলে তিনি উক্ত রায় বা আদেশ প্রদত্ত হইবার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে ফৌজধারী কার্যবিধির আওতায় আপীল করিতে পারিবেন।

১৫। **পোষক কর্তৃপক্ষের কার্যাবলী:**

(১) বেসরকারি বস্ত্রখাতের বিনিয়োগ, উন্নয়ন, বিপণন, পরিবহন, শিপমেন্ট, তদারকী ও সহায়তার উদ্দেশ্যে যে কোন কার্যাবলী এই আইনের অধীনে অথবা এই আইনের অধীনে প্রনীত বিধি অনুসারে সম্পাদন করা হইবে;

(২) উপ-ধারা ১৫(১) এ বর্ণিত কার্যাবলীর ব্যত্যয় না ঘটিয়ে পোষক কর্তৃপক্ষ নিম্নবর্ণিত কার্যাবলি সম্পাদন করিবে:

(ক) বস্ত্র, বস্ত্রখাতের মূলধনী যন্ত্রপাতি, এলাইড এক্সেসরিজ, প্যাকেজিং উপাদান উৎপাদন, আর্ন্তজাতিক ও অভ্যন্তরীণ বাজারে বিপনন, পরিবহন ও শিপমেন্টের সমন্বয় সাধন করা;

(খ) বস্ত্র পণ্য রপ্তানী এবং উহার বিপননে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান ও বাজার সম্প্রসারণের সকল প্রকার কার্যাবলীর সমন্বয় সাধন করা;

(গ) বস্ত্রখাত সংশ্লিষ্ট সকল প্রকার পরিসংখ্যান সংগ্রহ প্রক্রিয়াকরণ ও প্রকাশনার ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঘ) বস্ত্রখাতে বিদেশী বিনিয়োগে সহায়তা প্রদান;

(ঙ) বিদ্যমান আইন ও বিধি-বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে বস্ত্র খাতে বিদেশী বিশেষজ্ঞ বা দক্ষ জনবল বা কারিগরি পরামর্শক নিয়োগ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ;

(চ) সরকারের মাধ্যমে বস্ত্রখাত সংশ্লিষ্ট আর্ন্তজাতিক সংস্থাসমূহের সাথে যোগাযোগ স্থাপন, কারিগরি সহায়তা চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ;

(ছ) বস্ত্রশিল্পের নিবন্ধন, নিবন্ধন নবায়ণ ও কম্পোজিট বস্ত্রশিল্পের প্রত্যয়নপত্র প্রদান;

(জ) শিল্প (আইআরসির) ইমপোর্ট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট সুপারিশ প্রদান;

(ঝ) বস্ত্রশিল্পের জন্য ইউপি (ইউটিলাইজেশন পারমিশন), আইপি (ইমপোর্ট পারমিট) জারির সুপারিশ প্রদান;

(ঞ) টেক্সটাইল বা সহযোগী টেক্সটাইল মেশিনারিজ ছাড়করণের জন্য সুপারিশ প্রদান;

(ট) ইনডেমনিটি বন্ড অবমুক্তকরণের জন্য সুপারিশ প্রদান;

(ঠ) শিল্পপ্লট বরাদ্দের বিষয়ে রাজউক বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বরাবর সুপারিশ প্রদান;

(ড) ডেফার্ড পেমেন্ট, বায়ার্স ক্রেডিট, সাপ্লাইয়ার্স ক্রেডিট, বৈদেশিক ও স্থানীয় ঋণ গ্রহণ করে বস্ত্রশিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্যাপিটাল মেশিনারীজ আমদানির ক্ষেত্রে সুপারিশ প্রদান;

(ঢ) বন্ড লাইসেন্সে হারমোনাইজ সিস্টেম (এইচএস) কোডসহ নতুন পণ্যের সংযোজন বা বিয়োজনের জন্য সুপারিশ প্রদান;

(ণ) ইউটিলিটি সার্ভিসের সংযোগ প্রাপ্তির জন্য সুপারিশ প্রদান;

(ত) বিদ্যমান বিধি-বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে বিদেশি বিনিয়োগকারী ও বিশেষজ্ঞকে ওয়ার্ক পারমিট, প্রাইভেট ইনভেস্টর (পিআই) ভিসা, ইমপ্লোয়মেন্ট ভিসা (ই-ভিসা) এবং অন আরাইভল্ ভিসার জন্য সুপারিশ করা;

(থ) বস্ত্রশিল্প এবং তৎসংশ্লিষ্ট সহযোগী খাতের কারিগরী মূল্যায়ন ও সহায়তা প্রদান সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম;

(দ) এই আইনের অধীনে বস্ত্রশিল্প সংক্রান্ত উদ্ভুত অন্যান্য কাজ;

(ধ) বস্ত্রশিল্পের সামগ্রিক উন্নয়নের বিষয়ে 'পোষক কর্তৃপক্ষ' অভ্যন্তরীণ ও আর্ন্তজাতিক ক্ষেত্রে সমন্বয়কের (co- ordinator) দায়িত্ব পালন করিবে;

(ন) 'পোষক কর্তৃপক্ষ' এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, উহার কার্য পরিচালনায় সহায়তা ও পরামর্শ প্রদানের জন্য বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কারিগরি কমিটি গঠন ও ইহার কার্যপরিধি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

১৬। **কর্তৃপক্ষের আদেশের বিরুদ্ধে আপীল:**

(১) পোষক কর্তৃপক্ষের কোন সিদ্ধান্তে কোন ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ হইলে সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে আপিল কর্তৃপক্ষের নিকট আপিল করিতে পারিবে;

(২) বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে উপ-ধারা ১৬(১) এর বিষয়ে কর্তৃপক্ষের নিকট দায়েরকৃত আপীল ৬০(ষাট) দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করিতে হইবে। আপীল কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

১৭। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা:**

এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

১৮। **ক্ষমতা অর্পণ:**

সরকার, আদেশ দ্বারা, এই আইনের অধীন উহার উপর অর্পিত যে কোন ক্ষমতা, উক্ত আদেশে উল্লিখিত শর্ত সাপেক্ষে, কোন সংস্থা, কর্তৃপক্ষ, প্রতিনিধি বা কর্মকর্তা বা ব্যক্তিকে অর্পণ করিতে পারিবে।

১৯। <u>সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্ম রক্ষণ:</u>

এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধিমালার অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কাজের ফলে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা তাহার ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে উক্ত কারণে পোষক কর্তৃপক্ষ বা সরকারের পক্ষে দায়িত্বপালনকারী কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানি বা ফৌজদারি মামলা বা অন্য কোন আইনগত কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না।

২০। <u>অব্যাহতি প্রদানের ক্ষমতা:</u>

সরকার, আদেশ দ্বারা, কোন ব্যক্তি, বস্ত্র ও বস্ত্রপণ্য উৎপাদনকারী, আমদানি-রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানকে এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধিমালার বিধান বা আদেশের প্রয়োগ হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।

২১। <u>অসুবিধা দূরীকরণার্থে সরকারের ক্ষমতা:</u>

(১) এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধিমালার কোন বিধানের অস্পষ্টতার কারণে উহা কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা সৃষ্টি হইলে, সরকার, এই আইনের অন্যান্য বিধানের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উক্ত বিধানের স্পষ্টীকরণ বা ব্যাখ্যা প্রদানপূর্বক উক্ত বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে দিক-নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে;

(২) বস্ত্র পরিদপ্তর কর্তৃক ২৬.০৫.২০১৩ খ্রিঃ তারিখ হইতে পোষক কর্তৃপক্ষ হিসাবে যে সকল কার্যাদি সম্পাদন করিয়াছে তাহা এই আইনের আওতায় সম্পাদিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

২২। <u>ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ:</u>

(১) এই আইন কার্যকর হইবার পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই আইনের মূল বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিবে;

(২) ইংরেজি পাঠ এবং মূল বাংলা পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।